OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 - 492
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 482 - 492
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

‘কুমারী ব্রত’, গ্রামীণ বাংলার লোকজ পরিবেশনা : বংশতালিকা, নান্দনিক রূপরেখা এবং তাদের সাহিত্যিক সৌন্দর্য

শান্তিগোপাল হুদাতী
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া
Email ID: santi.rkmv@gmail.com
0009-0002-0533-0706

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Ritual, Emotional expression, Poetry, Maiden Bri, Rhythmic chanting, Vivid imagery, Urbanization, Folk art, Cultural identity.

Abstract
The term ‘Brata’ finds its etymological roots in the Sanskrit verb ‘Bri’ (to grow, to strengthen) with the addition of the suffix ‘Ata’, collectively signifying a disciplined ritual vow. The core meaning of Brata is a sacred vow or a set of observances. It is a ritual performance driven by a specific desire, undertaken through strict discipline to achieve spiritual or worldly fulfillment. The observance of a Brata is believed to eradicate sin and accumulate virtue (Punya). Scholarly typologies generally classify Bratas into two primary categories: the Shastriya or Puranic (scriptural) Bratas and the Ashastriya or Lokakriti (non-scriptural or folk) Bratas. The folk Bratas are further subdivided into three types: those observed exclusively by women, those by men, and those observed communally by both. These Bri ceremonies served as an important cultural outlet for women, enabling emotional expression and social interaction. Through these events, women engaged in music, poetry, dance, drama, and storytelling, satisfying their artistic and social aspirations. Historically, Bri performances took place predominantly within Brahmin communities. Among these, the performances put on by unmarried girls- referred to as the ‘Maiden Bri’ or ‘Kumari Bri’- are particularly prominent. Among Bengal’s well-known Kumari Bri groups are Kulkulti Bri, Dashputtli Bri, Yam Pukur Bri, Harir Charan Bri and Ashwatthapata Bri etc.

These groups are characterized by their vocal and dance performances, often involving multiple maiden troupes who gather to present varied forms of art. Their performances include intricate designs known as alpana, rhythmic chanting, and compelling storytelling. The lyrics are rich with literary devices such as metaphors and similes, evoking deep emotions and vivid imagery. The Kumari Bri performances- marked by their melodiousness and enchanting aesthetics- reflect the high aesthetic sensibility and cultural refinement of the maidens involved. These traditions continue to draw admirers and enthusiasts, with some performers gaining regional recognition. The Bri art forms are deeply interwoven with Bengali cultural and spiritual beliefs, and the stories

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 - 492
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

told through them encapsulate collective values and histories. Choreography and ritualistic movements accompany these performances, with maidens primarily undertaking the dances, though occasionally women of other communities also participate. While traditional social norms sometimes place restrictions on female public performances, these Bri festivities historically contributed to promoting women's social presence and rights. Despite the transformations brought by modern urbanization, the Kumari Bri traditions remain a vital cultural heritage of Bengal. Preserving and celebrating these folk art forms continue to be essential for maintaining the richness and diversity of Bengali cultural identity.

Discussion

বিশ্বের প্রতিটি দেশেই কিছু না কিছু সামাজিক, ঘরোয়া ও ধর্মীয় অনুষ্টান থাকে। নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের বৈচিত্র্যহীনতা থেকে বেরিয়ে মানুষ নতুনত্ব অনুভব করতে চায়। আর সেই কারণেই সৃষ্টি হয়েছে নানান আচার অনুষ্ঠানের। বাঙালিও উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজনে পিছিয়ে নেই। বাঙালি মানেই বারো মাসে তেরো পার্বণ। সারা বছরই কোন না কোন অনুষ্ঠান এখানে চলতেই থাকে। তবে এই আচার অনুষ্ঠান আঞ্চলিক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সমাজে বাঙালিদের আচার অনুষ্ঠান দীর্ঘকাল থেকেই হয়ে চলেছে। সেই সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিভিন্ন ব্রত পালন। সাধারণভাবে ব্রত বলতে মানুষের কামনা-বাসনা পরিপূরণের জন্য কৃত্য সম্পাদনকেই বোঝায়। এই ব্রত নারী সমাজে অধিক লক্ষিত হলেও পুরুষরাও কিছু কিছু ব্রত পালন করে থাকেন। যিনি ব্রত পালন করেন তিনি হলেন ব্রতী। বুৎপত্তিগতভাবে ব্রত শব্দটি 'বৃ' ধাতুর উত্তর 'অত' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়েছে। ব্রত শব্দের অর্থ হল সংযম বা নিয়ম। নিয়ম সংযমের মধ্যে দিয়ে কামনা বাসনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানই হল ব্রত। ব্রত পালন করলে পাপ ক্ষয় ও পুণ্য অর্জন হয়। আপাত দৃষ্টিতে বাইরের কিছু সাদৃশ্যের কারণে বেশিরভাগ সময়ই কিছু কিছু উৎসবকে ব্রতের অনুরূপ অনুষ্ঠান বলে মনে করা হলেও উৎসবের থেকে ব্রতের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। ব্রতের উৎস অনুসন্ধান প্রসঙ্গে শহীদ কুমার ভৌমিক আদিবাসী ঐতিহ্যের কথা বলেছেন। তাঁর মতে সাঁওতালদের সর্বাধিক জনপ্রিয় বিনতি হল - যম সিং বিন্তি বা সৃষ্টির রহস্যের ব্রতকথা। এই সমস্ত ব্রতকথা সৃষ্টির যে কাঠামো রয়েছে তাতে আদিবাসী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সাধারণত ব্রতকথা তৈরির কাঠামো হল কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বিশেষ কোন দেবতাকে অবজ্ঞা করে দৈব চক্রান্তে দারুণ দারিদ্র্য ও কষ্টে পড়বে। পরে নাকাল খেয়ে অনুতপ্ত হয়ে সেই দেবতাকে স্মরণ করবে। তখন সেই উদ্দিষ্ট দেবতা সন্তুষ্ট বা প্রসন্ন হয়ে তাকে তার সম্পদ দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দেবে। ব্রত হল একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ব্রতকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি হলো শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক ব্রত অপরটি হল অশাস্ত্রীয় বা লৌকিক ব্রত। অশাস্ত্রীয় ব্রত আবার তিন প্রকার - নারী ব্রত, পুরুষ ব্রত ও নারী পুরুষ যৌথ ব্রত। এদের মধ্যে নারীব্রত আবার চার প্রকার - কুমারী ব্রত, সধবা ব্রত, বিধবা ব্রত ও যৌথ ব্রত যা কুমারী সধবা ও বিধবা সকলেই করতে পারবে। শাস্ত্রীয় ব্রতে আচমন, স্বস্তিবাচন, কর্মারম্ভ, সংকল্প, ঘটস্থাপন, পঞ্চগব্য শোধন প্রভৃতি ব্যাপার থাকে কিন্তু লৌকিক ব্রতে শাস্ত্রীয় ব্রতের মতো অত ঘটা নেই। সেখানে ব্রতী বা ব্রতিনীরা নীরবে নিভৃতে আরাধ্য দেবতার প্রতীক এর সামনে বসে মনের কামনা বাসনা সরাসরি নিবেদন করেন। শাস্ত্রীয় ব্রত যেমন সর্বত্রই প্রায় এক কিন্তু এক্ষেত্রে লৌকিক ব্রতগুলি এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের আচারের তফাৎ লক্ষ্য করার মতো।

বাঙালি সমাজ পুরুষ প্রধান হওয়া সত্ত্বেও সমাজে যথেষ্ট মাতৃ প্রাধান্য বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে পরিবারের পুরুষের প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও অন্তঃপুরে মেয়েদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। অনাগত জীবনের শান্তি ও আনন্দের আশায় বাঙালি নারীরা তাই আজও বহুবিধ ব্রত পালন করে চলেছেন। ব্রত অনুষ্ঠানগুলি নারীদের একঘেয়ে পারিবারিক জীবনে অবসর বিনোদনের এক শ্রেষ্ঠ উপায়। ব্রত একদিকে যেমন অনুষ্ঠান অন্যদিকে নারীদের সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য, চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা এবং গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করত। এই ব্রত অনুষ্ঠানে পূজারী ব্রাহ্মণের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই নারী ব্রতগুলির মধ্যে বেশ কিছু ব্রত আছে যেগুলি কেবলমাত্র কুমারী মেয়েরাই পালন করে থাকে, এদের কুমারী ব্রত বলা হয়। বিভিন্ন মাসে কুমারীরা বিভিন্ন ধরনের ব্রত নানা উদ্দেশ্যে পালন করে থাকে। এই ব্রতগুলিই অনেকখানি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 - 492
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়। কুমারীদের মন কল্পনাপ্রবণ হয়ে থাকে। কুমারী ব্রতের গঠন হল আহরণ, আচরণ ইত্যাদির দ্বারা কামনা জানিয়ে ব্রত সমাপ্ত করা। বাংলার প্রচলিত কুমারী ব্রতগুলি হল - কুলকুলতি ব্রত, দশপুত্তলী ব্রত, যমপুকুর ব্রত, হরির চরণ ব্রত, অশ্বত্থপাতা ব্রত, গোকাল ব্রত, পৃথিবীব্রত, তুঁষ তুষলী ব্রত, চাঁপা চন্দন ব্রত, সেঁজুতি ব্রত, নখছুট ব্রত প্রভৃতি। উক্ত কুমারী ব্রতগুলি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

কুলকুলতি ব্রত : কুমারী ব্রতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কুলকুলতি ব্রত। এই ব্রতে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে জল, আলো ও খাদ্যদান করা হয়। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে আরম্ভ করে কার্তিক মাস জুড়ে সন্ধ্যাকালে কুমারীরা তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে ফুল দিয়ে তুলসী গাছ পূজা করে থাকে। প্রথমে তুলসী বৃক্ষে জল দেয় তারপর প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করে ফুল দেয় এবং শেষে তুলসীর প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ব্রত সাঙ্গ করা হয়। জল দেবার মন্ত্রটি হল -

"তুলসী তুলসী নারায়ণ। তুমি তুলসী বৃন্দাবন।।
তোমার শিরে ঢালি জল। অন্তিমকালে দিও স্থল।।"[১]

পূজার মন্ত্রটি হল -

"কুলকুলতি কুলবতী
তিনকুলে দিয়ে বাতি,
আমার যেন হয় স্বর্গে বাতি।
বাপ-মা আর শ্বশুরের কুল,
আমি দিলাম পাঁটারীর ফুল।
হরি প্রিয়া তুলসী দেবী করি নমস্কার,
অন্তঃকালে হই যেন ভবনদী পার।।"[২]

প্রণাম মন্ত্রটি হল -

"তুলসী তুলসী মাধবীলতা। কওগো তুলসী কৃষ্ণকথা।
কৃষ্ণকথা শুনলেম কানে। শতেক প্রণাম তুলসী চরণে।"[৩]

পিতৃ-মাতৃ, শ্বশুরকুল এবং ব্রতীর স্বর্গলাভের কামনায় এই ব্রতটি পালিত হল।

দশপুত্তলী ব্রত : দশপুত্তলী ব্রতটি হল আদিম প্রভাবজাত প্রজননশক্তি বৃদ্ধির জাদুক্রিয়া। এই ব্রত চৈত্র সংক্রান্তিতে আরম্ভ করে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত করতে হয়। চৈত্র মাসের মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে বালিকারা স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরে অন্তঃপুরে একত্রিত হয়। তারপরে তুলসী মঞ্চের সামনে মাটিতে একটি কাঠি দিয়ে আঁচড় কেটে শিব, দুর্গা, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি দশ দেবদেবীর প্রতিমূর্তি এঁকে থাকে। এই চিত্রগুলি কখনও পুতুলের আকৃতিও হয় আবার কখনো কয়েকটি সরল ও বক্ররেখার সমষ্টি হয়ে থাকে। মেয়েদের নির্মল ও সরল হৃদয়ে এই রেখাগুলিই জীবন্ত ও জাগ্রত দেবতায় অবতীর্ণ হয়। কুমারী মেয়েরা দেবদেবীর চরণে উপহার দিয়ে বর প্রার্থনা করে থাকে। ছড়ার প্রথমেই তারা ফলশ্রুতি কামনা করে বলে -

"দশপুত্তল পূজে যে
দশ ফল পায় সে।"[৪]

তারা দশটি বর প্রার্থনা করেও সন্তুষ্ট হয় না। তাই আরো বর প্রার্থনা করে দেবতার উদ্দেশ্যে বলে থাকে -

"মরিয়ে মনুষ্য হব
ব্রাহ্মণ কূলে জন্ম নেব।
সীতার মত সতী হব,
রামের মতো পতি পাব,

লক্ষণের মতো দেবর পাব
কৌশল্যার মতো শাশুড়ি পাব
দশরথের মতো শ্বশুর পাব
দুর্গার মত মা পাবো
শিবের মতো বাপ পাব
লক্ষী সরস্বতীর মতো বোন পাব
কার্তিক গণেশ ভাই পাবো।
লব কুশ ছেলে পাব
কুন্তীর মত ধীরা হব
দ্রৌপদীর মতো রাঁধুনী হব
কলা বৌয়ের মত লজ্জাশীলা হব
বিউলির ডাল বর্ণ হব।
দুর্বার মত লতিয়ে যাব।
ষষ্ঠীর মতো জেঁওজ হব
গঙ্গার মত শীতলা হব
পৃথিবীর মতো ভার সব।"[৫]

চার বছর ব্রতটি পালন করে উদ্‌যাপন করতে হয়। হিন্দু মহিলাদের গার্হস্থ্য জীবনের সমস্ত আদর্শ এই ছড়াগুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

যমপুকুর ব্রত : যমপুকুর ব্রতটি হল আদিম সমাজের জাদুক্রিয়াজাত জল ঢালার অনুষ্ঠান। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি থেকে কার্তিক মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রত্যেকদিন সকালে এই ব্রত পালিত হয়। উঠানে একটি ছোট্ট পুকুর কেটে তার মধ্যে কচু, হলুদ, কলসী, শুশনী ও হিঞ্চে গাছ পুঁততে হয়। এরপর পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে, মাটির যমরাজা ও যমরাণী পিসি, উত্তর পাড়ে মেছো ও মেছনী, পূর্ব পাড়ে ধোপা ও ধোপানী আর পশ্চিম পাড়ে বসাতে হয় - কাক, বক, চিল, কুমীর, কচ্ছপ ইত্যাদি। প্রতি পাড়ে একটা করে হলুদ, সুপারী আর কড়ি পোঁতার নিয়ম আছে। তারপর পূর্বমুখে বসে মন্ত্র বলে পূজা করা কর্তব্য। চার কাহন কড়িও দক্ষিণা উদ্‌যাপনের সময় দিতে হয়। পুকুরে জল দেবার সময় যে ছড়াটি উচ্চারণ পূর্বক জল ঢালা হয় তা হল -

"শুশনী কলমী ল' ল' করে। রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারণ পক্ষী শুকোয় বিল। সোনার কৌটো রূপোর খিল।
খিল খুলতে লাগলো ছড়। আমার বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর।
লক্ষ লক্ষ দিলে বর। ধনে পুত্র বাড়ুক ঘর।"[৬]

এক একটি ফুল হাতে ধরে ফুল দেবার সময় ছড়া উচ্চারণ করতে হয় -

"যমরাজা সাক্ষী থাকো জম পুকুরটি পুজি।।
যমরাণী সাক্ষী থাকো জম পুকুরটি পুজি।।"[৭]

এইভাবে পর পর সমস্ত পুতুলের পুজো করে পুকুরে এক একবার জল দিয়ে বলতে হয় -

"এক ঘটি জল আমি দিই বাপ-মার।
এক ঘটি জল আমি দিই শ্বশুর-শাশুড়ির।।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 - 492
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এক ঘটি জল আমি দিই পাড়া-পড়শীর।
শেষ ঘটি জল আমি দিই আমার স্বামীর।।
সাত ভাইয়ের বোন আমি ভাগ্যবতী।
যমপুকুর পুজি আমি সাক্ষী জগৎপতি।।”[৮]

এই ব্রতের ফল হল মৃত্যুর পর সকল প্রকার নরক যন্ত্রণা ভোগ থেকে মুক্তি।

হরির চরণ ব্রত : এই ব্রতটি হল আদিম সমাজের অনুকরণে শাস্ত্রীয় ব্রত দেবানুগ্রহের কামনা। কুমারীরাই এই ব্রত পালন করার যোগ্য। এই ব্রত বৈশাখ মাসের গোড়াতেই আরম্ভ করে সারা মাস পালন করতে হয়। আর উদ্‌যাপন করতে হয় চার বছর পর। এই ব্রতের জন্য দরকার হয় একখানি তামার টাট, সাদা ফুল, ধান আর দূর্বা। ব্রতের বিধান অনুযায়ী টাটে বেশ করে চন্দন মাখিয়ে ছোট ছোট তিনটি পা আঁকতে হয়। তারপর বুড়ো আঙ্গুল আর মাঝের আঙুল দিয়ে ধান, দূর্বা ও ফুল পায়ের ওপর রেখে মন্ত্র পড়তে হয়। এই ব্রতের মন্ত্রটি হল –

“আপনাকে সুন্দর চাই, রাজরাজেশ্বর স্বামী চাই,
গিরিরাজ বাপ চাই, মেনকার মতো মা চাই,
দুর্গার মত আদর চাই, অমর বর পুত্র চাই,
সভা উজ্জ্বল জামাই চাই, নিত্যানন্দ ভাই চাই,
রূপবতী বৌ চাই, গুণবতী ঝি চাই,
লক্ষণের মতো দেবর চাই, সুশীলা ননদ চাই,
রামের মতো পতি, সীতার মতো সতী,
দাস চাই, দাসী চাই, রুপার খাটে পা মেলাতে চাই,
আলনা ভরা কাপড়, মরাই ভরা ধান,
গোয়াল ভরা গরু, পাল ভরা মেষ,
পায়ে আলতা মুখে পান, পট্টবস্ত্র পরিধান,
সূক্ষ্ম মল্লিকার ফুলে পুজব হরি গঙ্গাজলে থাকব হরির চরণতলে।
ঊযোতে পারি ত ইন্দ্রের শচী না পারি ত কৃষ্ণের দাসী।
সিঁথেই সিঁন্দূর কপালে টিপ, বছর বছর পুত্র বাড়ুক।
হবে পুত্র মরবে না, চক্ষের জল পড়বে না,
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে, মরণ যেন হয় একগলা গঙ্গাজলে।”[৯]

তিনবার এই মন্ত্র পড়ার পর ফুল, দূর্বা সব জলে দিয়ে দিতে হয়। উদ্‌যাপনের সময় তিনজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে কাপড়, গামছা, সোনা, রুপা প্রভৃতি দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। সাংসারিক সুখ-সমৃদ্ধি কামনাই এই ব্রতের লক্ষ্য।

অশ্বত্থপাতা ব্রত : এই ব্রতটি হল আদিম সমাজের বৃক্ষ পূজাজনিত আচরণ। চড়ক সংক্রান্তির দিন থেকে আরম্ভ করে সারা বৈশাখ মাস এই ব্রত পালন করতে হয়। চার বছর এই ব্রত পালন করার পর উদ্‌যাপন করতে হয়। প্রতিদিন স্নানের সময় কুমারী মেয়েরা পাঁচটি অশ্বত্থপাতার (একটি কাঁচা, একটি পাকা, একটি শুকনো, একটি ঝুরঝুরে, একটি কচি) এক একটি মাথায় দিয়ে ক্রমান্বয়ে পাঁচটি ডুব দেয়। ডুব দেওয়ার মন্ত্রটি হল -

“অশ্বত্থপাতা পুষ্পলতা শ্যামপণ্ডিতের ঝি
সেই না পাতা মাথায় নিয়ে চানে চলেছি।
সাত বৌ যায় সাত দোলাতে সাত ছেলে যায় সাত ঘোড়াতে,
কর্তা চলেন মত্ত গজে। সিংহাসনে গিন্নিরাজ।।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 - 492
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গৌরীকে জিজ্ঞাসেন হারে   কেন এসব ব্রত করে?"[১০]

গৌরী বলেন-

"পাকা পাতাটি মাথায় দিয়ে পাকা চুলে সিঁদুর পরে।
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিয়ে কাঁচা সোনার বর্ণ হয়।
শুকনো পাতাটি মাথায় দিয়ে সুখ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করে।
ঝরা পাতাটি মাথায় দিয়ে মণিমুক্তোর ঝুরি পরে।
কচি পাতাটি মাথায় দিয়ে কোলে কমল পুত্র ধরে।"[১১]

এরপর এক ঘটি জল নিয়ে উঠে আসতে হয়। আর সেই জল অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় ঢেলে দিয়ে নমস্কার করতে হয়। স্ত্রী লোকেরা সন্তানের মা হয়ে স্বামীর খুব আদর পায় ও বেশ আনন্দে দিন কাটাতে পারে। এই ব্রতের ফলে সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হয়।

চাঁপাচন্দন ব্রত : চাঁপাচন্দন ব্রতটি জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়ে থাকে। ব্রতটি পালন করতে বেশ কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়। সেগুলি হল কনকচাঁপা ফুল, চন্দন, গঙ্গামাটি অথবা নদীতীরের মাটি, দুধ, ঘি, মধু প্রভৃতি। প্রথমে ৬৪টি কনকচাঁপা ফুল সংগ্রহ করে ফুলগুলিকে সাদা চন্দন মাখিয়ে শুকনো করে নিতে হয়। সেই সঙ্গে গঙ্গামাটি বা নদীর মাটি ও জোগাড় করে রাখতে হয়। জৈষ্ঠ্য মাসের প্রথম দিন থেকে প্রত্যেকদিন স্নান করে মাটি দিয়ে শিব গড়ে রেকাবে বসিয়ে রাখতে হয়। শিবের মত স্বামী পাওয়ার আশায় বাংলার কুমারীরা সাধারণত এই ব্রতটি পালন করে থাকে।

তুঁষ তুষলী ব্রত : অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ করে সারা পৌষ মাস জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এই ব্রত। গোবরের সাথে তুঁষ মিশিয়ে কতকগুলি নাড়ু তৈরি করে নাড়ুগুলির মাথায় পাঁচগাছা করে দূর্বা ঘাস দিয়ে একটি হাঁড়িতে রাখতে হয়। প্রত্যেকদিন চারটি করে নাড়ু দিয়ে পূজা করতে হয়। পূজা করা নাড়ুগুলিকে অন্য একটি হাঁড়িতে আলাদা করে তুলে রাখতে হয়। শেষদিন বাকি সব নাড়ুগুলোকে একত্রে পূজা করা হয়। **১২**৬টি চালের গুড়ির পিঠা তৈরি করে দুধ দিয়ে সিদ্ধ করে সেগুলি কুমারীরা খেয়ে থাকে। এই ব্রতে মন্ত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -

"তুষলী গো রাই। তুষলী গো মাই।।
তোমায় পুজিয়ে আমি ছবুড়ি ছটা খাই।।
তুঁষ তুষলী। সুখে ভাসালি।।
প্রান সুখেতে, নতুন বসতে।
কাল কাটাব আমি জন্ম এয়োতে।।"[১২]

এভাবে চার বছর এই ব্রতটি পালন করে অবশেষে উদ্‌যাপন করতে হয়। উদ্‌যাপনের সময় ব্রাহ্মণকে ক্ষীরের নাড়ু ও পায়েস প্রভৃতি খাওয়াতে হয়।

সেঁজুতি ব্রত : এই ব্রতটি কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ করে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে। ব্রতটি করতে গেলে দূর্বা এবং মধুপর্কের মাটির প্রয়োজন হয়। একটি বাটির মধ্যে মধু, চিনি, দই, জল, ঘি আর চন্দন নিয়ে সেঁজুতির ৫২টি ঘর কাটতে হয়। তারপর প্রত্যেক ঘরে দূর্বা দিয়ে মন্ত্র বলে পূজা করতে হয়। বাড়ির উঠানে, ছাদে বা দালানে পিটুলি দিয়ে সেঁজুতির ছবিগুলি আঁকতে হয়। মাঝখানে গোল করে এঁকে তাতে ঘট বসাতে হয় এবং শিবের চারিদিকে **১**৬টি ঘর কেটে এই ব্রত পালন করতে হয়। কুমারী মেয়েদের সমস্ত মনস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে তারা এই ব্রত পালন করে থাকে।

গোকাল ব্রত : গোকাল ব্রতটি হল গবাদি পশু রক্ষার কামনায় আদিম সমাজের ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানজাত ব্রত। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে পুরো বৈশাখ মাস এই ব্রত করতে হয়। পাঁচ বছরের মেয়ে থেকে আরম্ভ করে প্রাপ্তবয়স্কা কুমারীরা এই ব্রত করতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 - 492
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পারে। এই ব্রতের বিধানটি হল একটি গাই গরুর মাথায়, শিঙে আর পায়ের ক্ষুরে তেল সিঁদুর লাগিয়ে দিতে হয়। কপালে হলুদ, সিঁদুর ও চন্দনের ফোঁটা ও চারপায়ে তেল, হলুদ দিয়ে ধুইয়ে আঁচল দিয়ে পাগুলো মুছিয়ে দিতে হয় আর তারপর চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ে দিতে হয়। এগুলো হবার পর কিছু ঘাস হাতে নিয়ে গরুকে খাওয়াতে খাওয়াতে গরুর মুখের সামনে একটা আয়না ধরে মন্ত্র বলতে হয়। তারপর প্রণাম করে বাতাস করতে করতে মন্ত্র বলতে হয়। ব্রতের মন্ত্রটি হল-

“গোকুল গোকুলে বাস গোরুর মুখে দিয়ে ঘাস
আমার যেন হয় স্বর্গে বাস।”[১৩]

বাতাস করার মন্ত্রটি হল -

“রোগ শোক দূর হোক কীট পতঙ্গ দূরে থাক
মশা, মাছি দূর হোক।
তোমাকে ঘুরায়ে পাখা আমার হোক সোনার শাঁখা
তোমাকে বাতাস করি সতীন মেরে ঘর করি।।”[১৪]

এই ব্রতের ফলে রোগীর রোগ সেরে যায় আর জীবন সুখের হয়। গোজাতি হিন্দুদের মা ভগবতীর মতো, তাই হিন্দুরা গাভীকে পূজা করে থাকে। তাই আমাদের দেশে মেয়েরা খুব ছোটবেলা থেকেই গরুকে শ্রদ্ধা করতে শেখে।

নখছুট ব্রত : এই ব্রতটি চৈত্র মাসের চতুর্থীতে আরম্ভ করে চার বছর ধরে পালন করতে হয় আবার কোথাও কোথাও একই সাথে চার বছরের একসঙ্গে পালন করা হয়। মাঘ মাসের সংক্রান্তি থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ব্রতী নখ কাটে না এছাড়া যতদিন ব্রত পালন করে ততদিন তেলও মাখে না। ব্রতটি করতে একজন নাপিতানীর দরকার হয়। ব্রতের দিন নাপিতানীকে এনে এয়োর নখ কাটিয়ে পায়ে আলতা পড়াতে হয়। মাথার চুল আঁছড়ে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দিতে হয়। তারপরে তার পিঠের ময়লা তুলে একটি পুতুলের মত করে, ব্রতকারিনীর নখ ও চুলের ঢগা কেটে গামছায় বেঁধে দিতে হয় এবং একটা লাল পেড়ে শাড়ি ওই এয়োকে পড়িয়ে সিঁড়িতে বসিয়ে মধু দিয়ে তার পিঠে একটা পুতুল আঁকতে হয়। সেই পুতুলের কাছে ব্রতকারিনী বিভিন্ন মনোবাসনার কথা বলে। এরপর খাওয়ার সময় প্রদীপ জ্বেলে দিতে হয়। খাওয়া শেষ হলে প্রদীপটিকে নিয়ে জলে ডুব দিতে হয়। এখানে এয়োর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এয়োকে নানান উপকরণ দেওয়া হয়ে থাকে।

পৃথিবী ব্রত : পৃথিবী ব্রতটি হল আদিম সমাজের ধরিত্রী পূজার অনুকরণজাত প্রক্রিয়া। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে সারা বৈশাখ মাস এই ব্রত পালন করার নিয়ম রয়েছে। কুমারী মেয়েরাই এই ব্রত নেওয়ার ও পালনের অধিকারিনী। ব্রতের বিধানটি হল - আতপচাল পিটুলিগোলা, ছোট শাঁখ, মধু, দুধ ও গাওয়া ঘি দিয়ে পৃথিবী পুজো করতে হয়। মাটির উপর পরিষ্কার করে পিটুলি দিয়ে একটা পদ্মপাতা আঁকতে হয়। তারপর পৃথিবী বা ধরিত্রী দেবীকে আঁকতে হয়। পুজোর সময় শাঁখের মধ্যে ঘি, দুধ ও মধু ঢেলে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তিনবার পৃথিবী পুজোর মন্ত্র পাঠ করার নিয়ম। পূজার মন্ত্রটি হল -

“এসো পৃথিবী ব’স পদ্মে।
শঙ্খ চক্র ধরিহস্তে।।
খাব চিনি মাখব ননী।
ম’লে হব রাজার রানী।।
খাট পালঙ্ক দেবশয্যা
গিদ্যা আশেপাশে।।
রূপ যৌবন ধন পুত্র স্বামী ভালোবাসে।”[১৫]

শেষে ওই শাঁখের মধ্যে ঢালা জিনিসগুলো আঁকা আলপনার উপর ঢেলে দিতে হয়। এইভাবে চার বছর এই ব্রত পালন করে উদ্যাপন করা কর্তব্য। আর উদ্যাপনের সময় একটি সোনার পদ্মপাতা গড়িয়ে দান করা বিধি।

বাংলার এই কুমারী ব্রতগুলির নাটকীয়তা অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। এক বা একাধিক কুমারী মেয়েরা একত্রিত হয়ে বিভিন্ন ছড়া ও সংলাপের মাধ্যমে এই ব্রতগুলি অনুষ্ঠান করে থাকে। এছাড়াও ব্রতগুলির বিভিন্ন আলপনা যেগুলি নাটকের দৃশ্যপট হয়ে উঠেছে। তাই পন্ডিত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ কিছু ব্রতকে কয়েকটি দৃশ্যে বিভাজন করে ছড়াগুলিকে সংলাপের মতো ব্যবহার করে ব্রতগুলিকে ছোট ছোট নাটিকার রূপ দিয়েছেন। এই সকল ব্রতগুলিতে নানান ছড়া ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে বহুত্রই উপমা, রূপক প্রভৃতি অলংকারের প্রয়োগ দেখা গেছে। কুমারীদের উচ্চারিত এই ছড়াগুলি এক ছন্দময় ও মনমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ছন্দোস্পন্দনই ছড়াকে এক সর্বজনপ্রিয় মৌখিক শিল্পে পরিণত করেছে। যে শিশু ভালো করে কথা বলতে শেখেনি সেও কিন্তু ছড়াকে অতি দ্রুত আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলে। তার মূলেও রয়েছে স্পন্দিত ছন্দের দোলাই। মূলত ছড়ার মধ্যে পরিচিত জগতের চিত্রকল্পই প্রধানত ফুটে ওঠে। আপাত দৃষ্টিতে ছড়ার মধ্যে টুকরো টুকরো চিত্রকল্পগুলির স্বাতন্ত্র্য থাকলেও অনুভূতির ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক ভাব ফুটে ওঠে।

বাংলার এই কুমারী ব্রতগুলিতে আলপনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। চালের গুঁড়োকে জলে গুলে কাপড়ের টুকরোকে তুলির মত ব্যবহার করে আলপনা দেওয়া হয়। তাদের এই আলপনায় সাধারণত লক্ষ্মীপেঁচা, ধানের মরাই, হার প্রভৃতি জাগতিক বিষয় স্থান পেয়ে থাকে। বাস্তবে মানুষ যা কামনা করে সেগুলির অভিনয় করলে বা সেগুলির চিত্ররূপ অঙ্কন করলে সেই সকল কামনা পূর্ণ হয় বলে মনে করা হয়। এই তত্ত্বই যেন ব্রতের আলপনায় ফুটে উঠেছে। কল্পনা প্রবণ কুমারীদের অঙ্কিত ব্রতগুলি নান্দনিকতা মন্ডিত হয়ে উঠেছে।

লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ হল লোককথা। সাধারণত মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের গল্পকেই লোককথা বলা হয়। কোন মৌলিক বিষয়বস্তু লোককথার উপজীব্য হতে পারে না। লোককথাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়- পশুকথা, রূপকথা, পরিকথা, কিংবদন্তি, ব্রতকথা, লোকপুরাণ, গীতিকার অন্তর্ভুক্ত কাহিনী প্রভৃতি। লোককথাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো ব্রতকথা। বাংলার লৌকিক দেবতাদের অবলম্বন করে রচিত এই ব্রত কথাগুলির সঙ্গে বিশ্বাস এবং সংস্কারের নিবিড় যোগ রয়েছে। এই ব্রতকথা গুলিতে মানুষের কামনা থাকে এবং কামনা পূরণের আশায় থাকে নানা কৃচ্ছ্রসাধন। ব্রতকথায় গল্পের পরিণামে গল্পের মুখ্য চরিত্রের বিপন্মুক্তি বা দৈব কৃপালাভ হয়ে থাকে। অভিপ্রায়ের দিক দিয়ে রূপকথা ও ব্রতকথা সমধর্মী বলা যায়। ব্রতকথার কাহিনীগুলি বেশিরভাগই রূপকধর্মী। রূপকথার সঙ্গে ব্রতকথার সাদৃশ্য থাকলেও বেশকিছু পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। রূপকথাতে দৈব উপস্থিতি নেই কিন্তু ব্রতকথা দৈব উপস্থিতি ছাড়া হয় না। তাই রূপকথা ধর্মনিরপেক্ষ এবং ব্রতকথা দৈবমাহাত্ম্য নির্ভর। রূপকথায় রাজা-রানী, রাজপুত্র-রাজকন্যা, দেবতা-রাক্ষসের পরিবর্তে ব্রতকথায় স্থান পায় সাধারণ মানুষ। রূপকথায় মিলনাত্মক পরিণতি থাকে কিন্তু ব্রতকথায় প্রয়োজন ও প্রচারই মুখ্য হয়ে থাকে। প্রচলিত কুমারী ব্রতগুলির পিছনে কিছু না কিছু কিংবদন্তি আছে সেই সমস্ত কিংবদন্তি যেন এক একটি ছোটগল্প হয়ে উঠেছে। ছোটগল্পের যে সমস্ত গুণাবলী থাকে সেগুলি যেন এই কিংবদন্তি গুলিতে ফুটে উঠেছে।

ব্রতনৃত্য হল এক ধরনের লোকনৃত্য। ব্রতের অনুষঙ্গ হিসাবে যে নৃত্য পরিবেশিত হয় তাকে ব্রতনৃত্য বলে। নারীরা ব্রত অনুষ্ঠান সম্মিলিতভাবে পালন করে এবং ব্রতের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই ব্রতনৃত্য করে থাকে। ব্রতের ছড়া বা গানে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যেসব কামনা বাসনা প্রকাশ পায় তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় ব্রতনৃত্যে। অধিকাংশ নৃত্যে কুমারী মেয়েরাই অংশগ্রহণ করে থাকে। হাতের মাধ্যমে বিভিন্ন মুদ্রার প্রকাশ ব্রতনৃত্যের প্রধান আকর্ষণ। কুমারীদের ব্রতনৃত্যে যে ভঙ্গিমা দেখতে পাওয়া যায় তার সঙ্গে বিবাহিতা মহিলাদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বিবাহিতা মহিলারা কোমর ও দেহের সামনের অংশের আন্দোলন বেশি পরিমাণে করে যার মাধ্যমে উর্বরতা ও মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ও দেহগত কামনার স্থূল প্রকাশ ঘটে। অন্যদিকে কুমারীদের নৃত্যে শুধুই সাধারণ নৃত্য ভঙ্গিমা দেখতে পাওয়া যায়। কাব্যের প্রয়োজনের সঙ্গে ব্রতের প্রয়োজনের সাদৃশ্য রয়েছে। আচার্য মম্মটের মতে কাব্যের প্রয়োজন গুলির মধ্যে অন্যতম হল যশ, অর্থ প্রভৃতি লাভ। কুমারী ব্রতগুলিও যশ, অর্থ, সন্তান, পারিবারিক শান্তি প্রভৃতি লাভের উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকে। কাব্যের ফলে যেমন লোকব্যবহার ও শাস্ত্রের উপদেশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হয় তেমনি ব্রতের নানা ছড়ায় মহান ব্যক্তিদের মতো হওয়া ও সৎপথে থাকার নিদানই পাওয়া যায়। আবার কাব্য ও ব্রত উভয়ের ফলেই অমঙ্গলের বিনাশ ও এক অনুপম আনন্দ লাভ হয়ে থাকে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 - 492
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রসই হল একমাত্র কাব্যের জীবন। রসপূর্ণ প্রবন্ধই কাব্য। 'গরু হেঁটে চলেছে', 'হরিণ ছুটছে' - এগুলি হল বাক্য। কিন্তু কোন রসের স্পর্শ না থাকায় এরা কাব্য বলে বিবেচিত হয় না। আবার 'ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মেছে' ইত্যাদি বাক্যে এক ধরনের আনন্দ আছে ঠিকই কিন্তু এই আনন্দ লৌকিক তথা ব্যক্তিগত। পক্ষান্তরে কাব্যপাঠে বা কাব্যশ্রবণে যে আনন্দ পাওয়া যায় সেটি হল অলৌকিক আনন্দ। সাধারণত রস দশটি - শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ প্রভৃতি। ব্রতগুলিতেও নানান রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। ব্রতগুলিতে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা, ভক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে ভক্তিরস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্রতসংগীতে গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখ, রূপক, হাস্যরস ও ব্যঙ্গ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও ব্রতের আলপনা, ভাষা, গানের ছন্দ সবই নান্দনিক সৌন্দর্যের রস বহন করে। কুমারী ব্রতের ভাষা হল সাধারণ মানুষের ভাষা, লিখিত আরম্বরপূর্ণ ভাষা নয়। এই ভাষা নানা জাগতিক প্রতীক যেমন আলপনা, ধান, ফুল ইত্যাদির মাধ্যমে দেবতার রূপ ও শক্তিকে ফুটিয়ে তোলে। ব্রতের এই আবেগময় ভাষায় পুনরুক্তি ও অনুপ্রাস- এর ব্যবহার ব্রতকে আরো শ্রুতি মধুর করে তুলেছে। ব্রত গানে মাত্রাবৃত্তের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কোথাও কোথাও আট বা বারো মাত্রার তাল দেখতে পাওয়া যায়। ব্রতগুলি বাংলার গ্রামীণ উপভাষা, প্রবাদ, প্রবচন, লোকগীতি ব্যবহারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বাংলার এই সকল কুমারী ব্রতে নানান পৌরাণিক চরিত্রের অবতারণা দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলি সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত - ১) দেবদেবী (মনসা, শীতলা, পার্বতী প্রভৃতি), ২) অবতার ও পুরাণকথার চরিত্র (বিষ্ণু, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি) ৩) লোকায়ত রূপে পৌরাণিক প্রভাবিত মানব চরিত্র (চাঁদ সদাগর, বেহুলা, সাবিত্রী প্রভৃতি)। বাংলার এই কুমারী ব্রতের মূলে লোকজ গ্রামীণ সংস্কৃতি থাকলেও সবকিছুতেই সংস্কৃতের প্রভাব স্পষ্ট। কিছু কিছু ব্রতের শুরুতে দেব-দেবীর আহ্বান করতে সংস্কৃত মন্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে তবে সেগুলি অনেকটাই সংক্ষিপ্ত রূপে। ব্রতগুলিতে লোকভাষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে যেমন - প্রসাদ, পাপ, পুণ্য, বর, ধর্ম ইত্যাদি। এই শব্দগুলি ব্রতের ভাষাকে আরও আধ্যাত্মিক করে তুলেছে। অনেক ব্রতের কাহিনী সরাসরি পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে। আবার পাপ-পুণ্য, সুখ-মুক্তি ইত্যাদি ভাবনাগুলো এসেছে সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থের ধারণা থেকে। অর্থাৎ বাংলার কুমারী ব্রতে সংস্কৃতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান তা অনস্বীকার্য।

বাংলার এই ব্রতগুলি এখনও পর্যন্ত ধরে রেখেছে সমাজ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ধর্ম, শিক্ষা, সাম্য ও ঐক্যের ভাবনাকে। তাই ব্রতকে বাঁচিয়ে রাখা মানে জীবন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা। কিন্তু ভাবলে কষ্ট হয় যে, নাগরিক সভ্যতার জীবনচর্চায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে বাংলার ব্রতগুলি। এই ব্রতের নিঃশব্দ ফল্গুধারা দিনে দিনে আরও ক্ষীণ হয়ে যাবে। তাই সবটুকু বিস্মৃত হবার আগে যতটুকু টিকে আছে তা বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং এটাই একমাত্র সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে অনুভূত হয়, নগর সভ্যতার আগমনে আধুনিক মননে জীবন থেকে অনেক কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে। নারী তথা সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে শৌখিন জিনিসের নানা সম্ভারে। ব্রত উদ্‌যাপনের কষ্ট থেকে সরে গিয়ে নারী উন্নত প্রযুক্তির পথে পা বাড়িয়েছে। যৌথ পরিবারের বিলুপ্তি এবং নিউক্লিয়ার পরিবারে ব্রত শেখানোর পরিবেশ হারিয়ে গেছে। বর্তমান সমাজে শিশু-কিশোরীরা পড়াশোনা ও অন্যান্য কার্যক্রমে এত ব্যস্ত থাকে যে ব্রতের জন্য সময় বের করা কষ্টসাধ্য। তরুণ প্রজন্মের অনেকেই নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন। একথা অনিবার্য যে জীবন কখনও থেমে থাকে না, সময়ের সাথে সাথে জীবনের সুর-তাল-ছন্দ সবই বদলে যায় ঠিকই কিন্তু দিনে দিনে ঐতিহ্যের সুর থেমে গেলে জীবন থেকে অনেক কিছুই হারিয়ে যাবে সেটাই ভাবনার বিষয়। তাই ব্রতগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে রাষ্ট্র এবং নাগরিক উভয়কেই সচেষ্ট হতে হবে। পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে স্কুল-কলেজে কুমারী ব্রতসহ অন্যান্য লোকজ সংস্কৃতিকে পড়ানো যেতে পারে। এই ব্রতগুলি নিয়ে ভিডিও, তথ্যচিত্র, ই-বুক তৈরি করে তা ইন্টারনেটে সংরক্ষণ ও প্রচার করা দরকার। অঞ্চলভিত্তিক উৎসবে ঐতিহ্যবাহী ব্রতের প্রদর্শনী রাখা যেতে পারে। ব্রতগুলিকে সংরক্ষণ করতে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাড়ির বয়স্ক মহিলারা যদি তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন, তাহলে তা তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে পারে। সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন ও গবেষণা জরুরি। এছাড়াও লোকগান, ব্রতকাহিনী সংগ্রহ করে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলে ব্রতের সাহিত্যিক মূল্যও প্রতিষ্ঠিত হবে।

পরিশেষে বলতে হয়, কুমারী ব্রতগুলি একধরনের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধতার প্রতীক। কিশোরী মেয়েরা নিজের ইচ্ছা ও ভক্তি দিয়ে এই ব্রত পালন করত। মায়েরা তাঁদের মেয়েদের ব্রত পালন শেখাতেন, ফলে প্রজন্মান্তরে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 - 492
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সংস্কৃতির হস্তান্তর সম্ভব হত। ব্রতের মাধ্যমে কুমারীরা ধর্মীয় গল্প, আচরণবিধি ও সমাজচর্চার বিষয়ে শিক্ষালাভ করত। বাংলার কুমারী ব্রতগুলি কেবল ধর্মীয় সংস্কার নয়, তা এক এক টুকরো সাহিত্য। গ্রামীণ নারীদের মুখে মুখে ফেরা এই ব্রতকাহিনী, গান ও ছড়ার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং নারীর আত্মবোধ। এই সাহিত্য মৌখিক হলেও তার প্রভাব ও মূল্য সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনন্য। আজ এই ব্রতের প্রচলন হারিয়ে গেলেও তার সাহিত্যিক মূল্য আজও অম্লান। তাই দরকার গবেষণা, সংরক্ষণ ও নবজাগরণ। তা নাহলে আমরা শুধু একটি লোকাচারই নয়, হারাবো আমাদের সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য রক্ষা করতে হলে কুমারী ব্রতের সাহিত্যিক দিকগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করে এগুলিকে লিপিবদ্ধ ও প্রচার করতে হবে। তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানবে, নারীর মুখে মুখে গড়ে ওঠা সাহিত্যের সেই আশ্চর্য ঐতিহ্য যা আজও আমাদের গর্ব।

Reference:

১. বিদ্যাবিনোদ, শ্রী কালীকিশোর, মেয়েদের ব্রতকথা, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০২২, পৃ. ২০
২. বসাক, শীলা, বাংলার ব্রত পার্বণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০১৭, পৃ. ৫৯
৩. বিদ্যাবিনোদ, শ্রী কালীকিশোর, মেয়েদের ব্রতকথা, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০২২, পৃ. ২০
৪. চৌধুরী, কমল, বাংলার ব্রত ও আলপনা, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ২০২০, পৃ. ২৬৮
৫. চৌধুরী, কমল, বাংলার ব্রত ও আলপনা, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ২০২০, পৃ. ২৬৮
৬. বসাক, শীলা, বাংলার ব্রত পার্বণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০১৭, পৃ. ৫৮
৭. বিদ্যাবিনোদ, শ্রী কালীকিশোর, মেয়েদের ব্রতকথা, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০২২, পৃ. ১৮
৮. বিদ্যাবিনোদ, শ্রী কালীকিশোর, মেয়েদের ব্রতকথা, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০২২, পৃ. ১৮
৯. বসাক, শীলা, বাংলার ব্রত পার্বণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০১৭, পৃ. ৫৪
১০. বিদ্যাবিনোদ, শ্রী কালীকিশোর, মেয়েদের ব্রতকথা, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০২২, পৃ. ১০
১১. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, বাংলার ব্রত, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০২২, পৃ. ৩৩
১২. বিদ্যাবিনোদ, শ্রী কালীকিশোর, মেয়েদের ব্রতকথা, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০২২, পৃ. ২৫
১৩. বসাক, শীলা, বাংলার ব্রত পার্বণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০১৭, পৃ. ৫২
১৪. বিদ্যাবিনোদ, শ্রী কালীকিশোর, মেয়েদের ব্রতকথা, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০২২, পৃ. ১১
১৫. চৌধুরী, কমল, বাংলার ব্রত ও আলপনা, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ২০২০, পৃ. ৩০৮

Bibliography:

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, বাংলার ব্রত, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০২২
বসাক, শীলা, বাংলার ব্রত পার্বণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০১৭
মল্লিক, দীপঙ্কর, মল্লিক, দেবারতি, তবু একলব্য, লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য, দি গৌরী কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, ২০২১
বিদ্যাবিনোদ, শ্রী কালীকিশোর, মেয়েদের ব্রতকথা, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০২২
সেনগুপ্ত, পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০১৮
সান্যাল, অবন্তীকুমার, ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা- ৭০০০০৬, ১৯৯৫
ভট্টাচার্য, তন্ময়, বাংলার ব্রত, মাস্তুল পাবলিশার্স, ঢাকা- ১২০৯, বাংলাদেশ- ২০২২
চৌধুরী, কমল, বাংলার ব্রত ও আলপনা, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ২০২০
ভট্টাচার্য্য, সুচন্দ্রা, ব্রত কাহিনী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০১৪
রায় চৌধুরী, ডঃ পিন্টু, বাংলার লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্য ও রূপান্তর, অক্ষরযাত্রা প্রকাশন, হিন্দমোটর, হুগলি- ৭১২২৩৩, ২০২৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 - 492
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভট্টাচার্য, ডঃ শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা- ৭০০০১২, ১৯৬২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা- ৭০০০০২, আশ্বিন, ১৩৫২